ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬

"বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ"

ধারণাপত্র[১]

জীবন ও জীবিকার জন্য সবুজ পরিবেশ ও পরিবেশ-বান্ধব ধরিত্রীর প্রয়োজনীয়তা এবং জীবজগৎ ও প্রকৃতির সুরক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরের ন্যায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ এর প্রতিপাদ্য হলো "বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ"[২]। এর লক্ষ্য হলো ধরিত্রীর পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্য প্রাণীকে সুরক্ষার মাধ্যমে বাসযোগ্য বিশ্ব গড়তে মানুষকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা। উল্লেখ্য, ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য হলো, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার মাধ্যমে বিশ্বকে বাসযোগ্য হিসাবে গড়ে তোলা। সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য ১৫ এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন উজাড় রোধ করার মাধ্যমে মরুকরণ রোধ এবং ভূমি ক্ষয় হ্রাসে জোর প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ১৭৫ টির বেশি দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'প্যারিস চুক্তি' তে সাক্ষরের মাধ্যমে বিশ্ব তথা দেশগুলোর পরিবেশ, বনভূমি এবং জীব বৈচিত্র্য রক্ষা সহ সব ধরনের পরিবেশ বান্ধব অভিযোজন কার্যক্রম ও জ্বালানি ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ''রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" বলে সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বন এবং বন্য প্রাণীর সাথে মানুষের জীবন ও জীবিকার যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, তেমনিভাবে বন রক্ষার সাথে জীব বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ রক্ষাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাপী নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংশের পাশাপাশি শিল্পোন্নত দেশগুলো কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের মাধ্যমে অবাধে কার্বন নিঃসরণের ফলে শুধু জলবায়ু পরিবর্তনই হয়নি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বন ও বন্য প্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। নির্বিচারে বন ধ্বংশের ফলে বন্য প্রাণী বিশেষকরে হাতি, গণ্ডার ও বাঘসহ অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির হুমকির মুখে পড়ছে। শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে একের পর এক প্রাকৃতিক বনাঞ্চল উজাড় করে দেয়ায় ক্রমেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে সার্বিকভাবে কৃষি বিশেষ করে ধান সহ পানি নির্ভর কৃষির রোপন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন এবং জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে কম বনভূমি পরিবেষ্টিত দেশগুলোর মধ্যে একটি যেখানে বনভূমির হার মাত্র ৬.৭%। আইনের প্রয়োগের ঘাটতির কারণে নির্বিচারে বন নিধনের ফলে প্রতি বছর বাংলাদেশ হতে প্রায় ২,০০০ হেক্টর বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শালবন ইতিমধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ হারিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে সক্ষম পৃথিবীর

1 সনাক কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যবহারের জন্য
2 পরিবেশ অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত, ২২ মে ২০১৬

বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নির্বিচারে গাছ নিধন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যে হুমকির সম্মুখীন। এর পাশাপাশি উজান থেকে মিষ্টি পানির প্রবাহে ঘাটতির কারণে সুন্দরী গাছের আগা মরে যাচ্ছে ব্যাপকভাবে।

জীববৈচিত্রের এক বিপুল সম্ভার সুন্দরবন ৪৫৩টি প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল যারা আজ উদ্বেগজনকভাবে বিপন্ন। রয়েল বেংগল টাইগার এর সংখ্যা একসময়ে ৪০০-৪৫০টি থেকে বর্তমানে তা ১০০ এর কাছাকাছি সংখ্যায় নেমে এসেছে। উপরন্তু পরিবেশ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর অধীনে ১৯৯৯ সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট ও এর চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা বাফার জোন ঘোষণা করা হলেও এর ভেতর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সুন্দরবনকে ঝুঁকির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব কারণে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ব্যয় আরো বেড়ে যেতে পারে, যা বাংলাদেশের জন্য কখনোই কাম্য হতে পারেনা। সুন্দরবনের কাছে কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকিতে থাকা প্রায় ৩ কোটি লোক বিশেষ করে উপকুল অঞ্চলে কার্যকর অভিযোজনের জন্য আনতর্জাতিক উতস হতে তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছে। যার ফলে প্রকৃতপক্ষে সমাজের দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীই বঞ্চিত হবে।

গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র-মেঘনা অববাহিকা এবং ৫৮ টি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য, যোগাযোগ ও জীবিকার চালিকা হিসাবে কাজ করে। একদিকে উজানে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নদীর পানি এককভাবে প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে, ২০০০ সালের পরিবেশ আইন অনুসারে প্রাকৃতিক জলাধার বা মিষ্টি পানির প্রধান উৎস সংরক্ষনে আইনী বাধ্যতা থাকলেও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নির্বিচারে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড় এবং অন্যান্য জলাশয় আশংকাজনক ভাবে বেদখল হচ্ছে। এসবের ফলে, ছোট বড় ২৩০টি নদীর ১৭৫টিই মৃত প্রায় এবং প্রতি বছরই দু' একটি করে নদী নাব্যতা হারাচ্ছে।

তাছাড়াও এক সময় দেশের মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ যমুনা ও ব্রক্ষপুত্রে প্রচুর মাছ উৎপাদন হলেও বর্তমানে মোট আহরিত মাছের মাত্র দেড় শতাংশ এ দু'টি নদী হতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অন্যান্য নদ-নদী প্রায় মাছশূন্য। নদীর নাব্যতা হ্রাস, অপরিকল্পিত ড্রেজিং, পানিতে রাসায়নিক ও শিল্প বর্জ্যের মিশ্রণসহ নানা কারণে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে মাছের উৎসহসমূহ। ঢাকায় বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদী দখলের কারণে নাব্যতা হারিয়ে সংঙ্কুচিত হয়ে এখন সাধারণ খালে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে, ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সার্বিকভাবে একদিকে শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহে ব্যাপক ও অন্যদিকে পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে।

তাছাড়া, আইন অমান্য করে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) ব্যবহার না করে নির্বিচারে বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষাসহ বিভিন্ন জলাশয় দূষণ করছে ডায়িং কারখানা ও ট্যানারিগুলোর একাংশ। শুধু তাই নয়, শিল্পায়নের নামে কলকারখানার সব ধরনের বর্জ্য এসব জলাশয়ে নিস্কাশনের ফলে দূষণের মাধ্যমে ভূউপরিভাগের পানির দূষণ বাড়ছে। এসবের ফলে, সার্বিকভাবে জনস্বাস্থ্য, মানুষের পানির অধিকার, খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম উন্নয়ন এবং বাস্তসংস্থানসহ সর্বোপরি দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন হুমকির সম্মুখীন যার প্রধান শিকার হবে গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ এর শ্লোগান ''বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ" শীর্ষক প্রতিপাদ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের লক্ষ্য হুমকির সম্মুখীন জীবিবৈচিত্র্য, কৃষিকাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং

মানুষের জীবিন ও জীবিকার সুরক্ষা ও বিকাশে সীমিত বনভূমি সহ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনকে রক্ষা; খাবার পানির অন্যতম উৎস নদী, খাল, বিল রক্ষার পাশাপাশি কার্যকর জলবায়ু অভিযোজনের জন্য চাহিদা জোরদার করা।

এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারনেশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিবেশ-বান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করছে-

১. প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, সুন্দরবন সহ সকল বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে; বিশেষ করে 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সব ধরনের জলাধার দূষণ এবং দখল রোধ করতে হবে;
২. পরিবেশ দূষণ রোধ সংক্রান্ত আইনের পাশাপাশি শিল্পবর্জ্য নির্গমন সংক্রান্ত বিধিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং শিল্প দূষণ রোধে দ্রুত দূষণ কর চালু করতে হবে;
৩. পরিবেশ, পানি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যেকোনো কার্যক্রম/প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বিশেষতঃ জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;
৪. সব ধরণের কলকারখানায় বর্জ্য শোধনাগার (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ব্যবহার নিশ্চিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কার্যকর 'পুরস্কার এবং তিরস্কার' ব্যবস্থা চালু করতে হবে;
৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার সকল কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসীদের ব্যাপক ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
৬. নির্ভরযোগ্য, দক্ষ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব নয় এমন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেকোনো অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষ করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করতে হবে;
৭. ভূমি, নদী, জলাশয় ও জলমহালসহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈধ ব্যবহার ও দখলের সাথে জড়িতদের পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে যথাযথ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা; এবং
৮. সরকারি, বেসরকারি এবং বাণিজ্যিকভাবে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জাতীয় 'সেচ আইন' প্রণয়ন সহ সংশ্লিষ্ট আইনী কাঠামোর যথোপযুক্ত সংস্কার করতে হবে।